# খামারি পর্যায়ে টার্কি পালন ও ব্যবস্থাপনা

**(হেরিটেজ টাইপ)**

## বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

**আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী,শাহজাদপুর,সিরাজগঞ্জ-৬৭৭০ ।**

# মুখবন্ধ

**"খামারি পর্যায়ে টার্কি পালন ও ব্যবস্থাপনা"** শীর্ষক বুকলেটটি প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। টার্কি পালনের ইতিহাস অনেক পূরানো হলেও বাংলাদেশে এটির গত কয়েক বছরে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সুস্থ সবল জাতি গঠনে নিরাপদ প্রানীজ আমিষের জুড়ি নেই। মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং বেকার সমস্যা সমাধানে নতুন-নতুন ব্যবস্যা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করছে। গ্রামীন পর্যায়ে আমাদের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ হল মহিলা, তাদের মধ্যে অনেকেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হলেও একটি বিরাট অংশ বাইরে কাজের সুযোগ না থাকার জন্য শুধুমাত্র গৃহস্থালীর কাজের মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রথম ষাটের দশকে বাণিজ্যিক পোল্ট্রি শিল্পের যাত্রা শুরু হয়ে বর্তমানে এর ব্যাপক পরিবর্তন সাধীত হয়েছে। গ্রামীন পর্যায়ে ছোট থেকে মাঝারি পোল্ট্রি খামারে মহিলাদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের ফলে এই শিল্পে প্রতি বছর ২৫-৩০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। বর্তমানে এই শিল্পকে আরো সমৃদ্ধ করতে নতুন ভাবে টার্কি যুক্ত হয়েছে। টার্কি খামারের আগ্রহের অন্যতম কারণ হল এর উৎপাদন ক্ষমতা এবং অপ্রচলিত খাদ্যাপাদান যেমন বিভিন্ন ধরনের সবুজ ঘাস এবং লতা-পাতা খাদ্য হিসেবে ব্যাবহার করা যায়। এদের মোট খাদ্যের চাহিদার ৪০-৫০% পর্যন্ত সবুজ ঘাস দিয়ে পূরণ করা যায় ফলে খাদ্য বাবদ খরচ কমে এবং লাভ বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু দ্রুত বিকাশ মান এই প্রজাতির খামার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় তেমন কোন গবেষণা ফলাফল খামারি পর্যায়ে দেখা যায় না, যদিও কিছু বিচ্ছিন্ন ভাবে গবেষণা হয়েছে। পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদের গবেষণার জন্য একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান "বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)" প্রাণি বা পোল্ট্রির যে কোন ধরণের গবেষণার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেশীয় পদ্ধতিতে টার্কি পালনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃস্টি, প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ এবং গ্রামের বৃহৎ বেকার ও নারীগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে সুস্থ সবল জাতি গঠিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

**ডঃ নাথু রাম সরকার, মহাপরিচালক**

***রচনায়ঃ***

*প্রধান গবেষক ঃ*

মোঃ ইউসুফ আলী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইনচার্জ।

*সহযোগী গবেষক ঃ*

ড. রেজিয়া খাতুন, এসএসও, সিস্টেম রিসার্স ডিভিশন।
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।
মোঃ আশাদুল আলম, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।
ডাঃ শেখ মাসুদুর রহমান, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।
ডাঃ মোছাঃ সুমনা আক্তার, ভেটেরিনারি সার্জন।

***সম্পাদনাঃ***

ড. নাথু রাম সরকার, মহাপরিচালক, বিএলআরআই,সাভার, ঢাকা ।
ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান, বিভাগীয় প্রধান, সিস্টেম রির্সাচ ডিভিশন, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা ।

**বিএলআরআই প্রকাশনা নং**-২৯৮

**প্রকাশকালঃ** জুন, ২০১৮

**প্রথম সংস্করণঃ** ১০০০ (এক হাজার) কপি।

**প্রকাশনায়ঃ**

**“টার্কি গবেষণা প্রকল্প (কোর প্রজেক্ট)”**

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী,শাহজাদপুর,সিরাজগঞ্জ-৬৭৭০।

ফোনঃ ০৭-৫২৭৬৪৫৫০, ০১৭১৭৩৫৪০৯২

ই-মেইলঃ myousuf@blri.gov.bd, 113yousuf.bau@gmail.com

বিএলআরআই কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

## ভুমিকা

বর্তমানে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশের গৌরব অর্জন করেছে। তাছাড়া ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে উত্তীর্ন হবে। এর জন্য দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে মানব সম্পদ উন্নয়নের যে সমস্ত নির্দেশক বা ইনডিকেটর যেমন শিক্ষার হার, স্বাস্থ্য সচেতনতা, জীবন ধারনের পদ্ধতির পাশাপাশি নিরাপদ পর্যাপ্ত পরিমান খাদ্যের নিশ্চয়তা করতে হবে। নিরাপদ আমিষের (প্রানীজ) উৎস নিশ্চিত করতে হলে দেশীয় প্রাণিসম্পদের উত্তরাত্তর উন্নয়ন গঠাতে হবে। মানুষের জীবন ধারনের পরিবর্তনের ফলে অকৃষি কাজের জন্য কৃষিজ জমি ব্যবহার করায় কৃষি জমির পরিমান কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান ১৬.৫০% এবং প্রাণিসম্পদের অবদান কৃষিজ জিডিপির ১৪.২১% (২০১৫-১৬)। প্রাণিসম্পদ ভাগের বেশির ভাগই আসে মাংস ও দুধ থেকে আর বাকী অংশ আসে চামড়া ও এই শিল্পের অন্যান্য উপজাত অংশ থেকে (বিবিএস,২০১৭)। মানুষের দেহ ও শারীরিক গঠনের জন্য এবং মানষিক সুস্থ সম্পন্ন জাতি গঠনের জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইনো এসিড (অত্যাবশকীয়) অপরিহার্য যা মাংস, ডিম এবং দুধ থেকে আসে। দেশে ক্রমবর্ধমান প্রানিজ আমিষের চাহিদা পূরন করতে যে সমস্ত প্রজাতির কথা সবার আগে বিবেচনা করা হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম পোল্ট্রি। প্রাণিজ আমিষের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে প্রচালিত জাত গুলোর বাইরেও যে সমস্ত উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা প্রজাতি আছে যেমন টার্কি নামে যে জাতটি রয়েছে তার কথা প্রথমেই চলে আসবে। পোল্ট্রির ১১টি প্রজাতির মধ্যে টার্কির (*Meleagris gallopavo*) অবস্থান মুরগির পরেই অর্থাৎ বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে যদিও বাংলাদেশে চতুর্থ অবস্থানে আছে। সারাবিশ্বে টার্কি সাধারণত মাংসের জন্য পালন করা হয় এবং এর মাংস অন্যান্য পোল্ট্রি প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে লিনেস্ট অর্থাৎ সবচেয়ে কম চর্বি বা ফ্যাট সমৃদ্ধ। খাবার খরচ এবং রোগবালাই কম লাগে। মাংস উৎপাদন দক্ষতা বেশি (৬ মাসে ৫-৬ কেজি হয়ে থাকে)। **পাখির মাংস হিসেবে এটা মজাদার এবং কম চবিযুক্তি। তাই গরু বা খাসির মাংসের বিকল্প হতে পারে।** টার্কি দেখতে সুন্দর তাই বাড়ির সেŷ ন্দর্য্য বৃদ্ধিতে এর ভুমিকা অন্যতম। টার্কি ফার্মিং সবচেয়ে জনপ্রিয় হল পশ্চিমা দেশগুলোতে যেমন আমেরিকা,কানাডা, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্যে। এশিয়া দেশগুলোর মধ্যে ভারতের কয়েকটি প্রদেশেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টার্কি খামার রয়েছে। বাংলাদেশে প্রথম ২০১০ সালের পর সিলেট এবং ঢাকার কয়েকটি স্থানে টার্কি ফেন্সি বার্ড হিসাবে পালতে দেখা যায়। বর্তমানে এটা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পালন করছে। ২০১৫ সালের পর টার্কি পালনের দিকে মানুষের আগ্রহ খুব বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ক্রমান্নয়ে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে খাদ্যাভাসের পরিবর্তন জনসংখ্যার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সচেতনতা, যুগোপযোগি বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ, অনাবাদি কাজের জন্য আবাদি জমির পরামান কমে যাওয়া এবং নতুন কিছু করার প্রবনতা থেকে সমাজের একশ্রেণির মানুষ টার্কি পালনের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করছে।

## উৎপত্তি ইতিহাস

টার্কি মূলত উত্তর আমেরিকার নেটিভ বার্ড এবং প্রথম পোষ্য হয় ইউরোপে কিন্তু এখন সারা পৃথিবীর অনেক দেশে প্রানীজ আমিষের অন্যতম উৎস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। বিভিন্ন তথ্য (Source: Guinness Book of Records) থেকে দেখা যায় টার্কির উৎপত্তি মেক্সিকো থেকে কিন্তু তুর্কি থেকে নয়। জার্মানি এবং ইংল্যান্ড এ প্রথম দেখা যায় যথাক্রমে ১৫৩০ এবং ১৫৪১ সালের দিকে। এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে প্রথম টার্কি দেখা যায় ২০১০ সালের পর থেকে (জরীপ তথ্য-২০১৮)।

## বাংলাদেশে প্রচলিত জাত এবং তাদের  বাহ্যিক  এবং উৎপাদন বৈশিষ্ট্য

সারা বিশ্বে পৃথিবীতে, সাধারনত সাত ধরণের টার্কি যেমন ব্রোঞ্জ, হোয়াইট হলেন্ড,বরবন রেড,নারাগানসেট, ব্ল্যাক, স্লেট এবং বেল্টসভিল স্মল হুয়াইট পাওয়া গেলেও বাংলাদেশে ৯৫% টার্কি হল হেরিটেজ টাইপের (ব্রোঞ্জ, হোয়াইট এবং ব্ল্যাক) অর্থাৎ ছোট জাতের (জরিপ -২০১৮)।  এগুলো মূলত ভারত থেকে আমদানিকৃত এবং বাংলাদেশের পরিবেশের সাথে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে ।

## পালন পদ্ধতি

টার্কি সাধারণত দুই ভাবে পালন করা যায় যেমন-

(ক) মুক্ত ভাবে পালন করা এবং (খ) বদ্ধ বা নিবিড় পদ্ধতিতে পালন করা ।

### (ক) মুক্তভাবে পালন ব্যবস্থাপনা

এই পদ্ধতিতে ৫০-৬০% পর্যন্ত খাদ্য খরচ কমায়,কম পুজি লাগে এবং মূলধনের তুলনায় লাভ বেশি। এক একর জায়গায় ২০০-৫০০টি পূর্ণ বয়স্ক টার্কি পালন করা যায়। শুধু মাত্র রাতে আশ্রয়ের জন্য প্রতিটি টার্কিকে ৩-৪ বর্গ ফুট জায়গা প্রদান করতে হবে। এই পদ্ধতিতে Fencing বা বেড়া দেয়া জায়গা সময় সময় পরিবর্তন বা উলট-পালট করতে হবে যাতে প্যারাসাইটের (আন্তঃ ও বহিঃ) আক্রমন কমানো যায়।

#### *খাদ্য ব্যবস্থাপনা*

টার্কি খামারে খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পুর্ন নির্ভর করে টার্কি পালন অর্থাৎ মুক্ত/নিবিড় পালন পদ্ধতির উপর। যেহেতু টার্কি সাধারণত খুটে খুটে খেতে ভালবাসে তাই তারা ক্ষুদ্র পোকামাকড়, গোড়ালী (Small insects), শামুক সহ যেকোন রান্নাঘরের বর্জ্য খেয়ে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত খাদ্য খরচ কমাতে পারে। এছাড়াও এরা কলমিশাক, লালশাক হেলেঞ্চ সহ লিগিউমিনাস যেমন লিউসার্ন, ফডার খেতে ভালবাসে। মুক্ত ভাবে পালন পদ্ধতিতে পায়ে দুর্বলতা বা খুরানো রোগ বেশি দেখা যায়। এই সময় প্রতিটি টার্কিকে প্রতি সপ্তাহের জন্য ঝিনুক ভাঙ্গা(Oyestershell) উৎস থেকে ২৫০ গ্রাম ক্যালসিয়াম খাওয়ালে উক্ত রোগ প্রতিরোধ করা যাবে এছাড়াও ডিমের সংখ্যাও বেশি পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতিতে সবজির উচ্ছিষ্টাংশের সাথে ১০% রেডি ফিড সরবরাহ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

***স্বাস্থ্য যত্ন***

মুক্তভাবে পালন পদ্ধতিতে টার্কি সাধারণত আন্তঃ এবং বহিঃ পরজীবী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এসব প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিমাসে ডিওর্মিং (Deworming) এবং ডিপিং(Dipping) করানো ব্যাবস্থা করতে হবে। ইহা টার্কির ভাল ওজন বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

(খ) **বদ্ধ বা নিবিড় পদ্ধতি**

যেহেতু বাংলাদেশে আবাদি জমির পরিমান দিন দিন কমে যাচ্ছে তাই খামারিদের এই পদ্ধতিতে টার্কি পালন করতে বেশি দেখা যায়, কারন এই পদ্ধতিতে উৎপাদন দক্ষতা বেশি, ভাল ব্যবস্থাপনায় লালনপালন এবং সহজেই রোগ বালাই দমন করা যায়।

***খাদ্য ব্যবস্থাপনা***

**টেবিল-১ঃ টার্কির খাদ্যগ্রহন ও খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান** ***(NRC 1994)***

| বয়স (সপ্তাহ) | প্রোটিন (%) | এমই (কিলো.ক্যালরি/কেজি) | ওজন (কেজি) | গড় খাদ্যগ্রহন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|
| **০-৮** | ২৮ | ২৮০০ | ০.৬০ - ০.৭০ | ১.৭০ - ১.৯৯ |
| **০৯-১৬** | ২২ | ৩১৫০ | ১.৮০ - ২.২৫ | ৯.১৮ - ৯.৯৮ |
| **১৭-২৪** | ১৬ | ৩২৫০ | ৩.০০ - ৩.২৫(স্ত্রী)<br>৪.০০- ৫.০০(পুরুষ) | ২০ - ২১ |

বাচ্চা অবস্থায় অর্থ্যাৎ ১৫দিন পর্যন্ত মৃত্যুহারের অন্যতম কারণ হলো খাদ্যের অপ্রতুলতা। সুতরাং এই সময় খাদ্য এবং পানির বিশেষ যত্ন নিতে হবে। ফোর্স ফিডিং এর মাধ্যমে ১ লিটার পানিতে ১০০ মি.লি. দুধ এবং একটি করে সিদ্ধ ডিম প্রতি ১০টা পোল্ট/বাচ্চা এর জন্য ১৫ দিন পর্যন্ত সরবরাহ করতে হবে। তারপর বাচ্চা গুলোকে খাদ্যে ও পাত্রের সাথে হালকা ভাবে স্পর্শ করাতে হবে। এই সময় পানির এবং খাদ্যের পাত্রে রঙ্গিন মার্বেল বা ছোট ছোট পাথর রাখলে টার্কির বাচ্চা বেশি আকর্ষিত হবে। এছাড়াও টার্কি যেহেতু সবুজ শাক-সবজি পছন্দ করে এজন্য কিছু সবুজ ঘাসের টুকরা খাদ্যের সাথে মিশিয়ে দিলে খাদ্যাভাস ভাল হবে। এছাড়া রঙ্গিন এগ ফিলার খাদ্য পাত্র হিসেবে প্রথম ২দিন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। টার্কিকে সব সময় পরিষ্কার এবং পর্যাপ্ত পরিমান পানি নিশ্চিত করা ও গ্রীষ্মকালে পানির পাএের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। প্রতিদিন ৩০-৪০ গ্রাম ঝিনুকের গুড়া সরবরাহ করতে হবে।

***বাসস্থান ব্যবস্থাপনা***

রোদ, বৃষ্টি, বন্যপ্রানির আক্রমন ও আরামদায়ক অবস্থার জন্য টার্কির বাসস্থান অত্যন্ত জরুরি। টার্কির ঘরগুলো লম্বালম্বি র্পূব থেকে পশ্চিমে করতে হবে। খোলা ঘরের প্রস্থ ৯ মিটারের বেশি হওয়া চলবে না। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঘরের উচ্চতা ২.৬ থেকে ৩.৩ মিটারের মধ্যে থাকতে হবে। বৃষ্টির ছিটা আটকাতে ঘরের চালা এক মিটার বাড়িয়ে রাখতে হবে। ঘরের মেঝে সস্তা, টেকসই, নিরাপদ ও আর্দ্রতারোধক বস্তু যেমন কংক্রিটের হওয়া বাঞ্ছনীয়। কম বয়সি এবং প্রাপ্ত বয়স্ক পাখির ঘরের মধ্যে **অন্তত** ৫০ থেকে ১০০ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং পাশাপাশি দুটি ঘরের মধ্যে **অন্তত** ২০-৩০ মিটার দূরত্ব থাকতে হবে। সাধারনতঃ মুরগি পালনের মতোই ডিপ

লিটার পদ্ধতিতে টার্কি পালন করা হয় তবে বড় আকারের পাখিটির জন্য যথাযথ বসবাস, খাদ্যের পাত্র, পানির পাত্রের জায়গার ব্যবস্থা নিম্নোক্ত ছক অনুসারে রাখতে হবে।

**টেবিল-২ঃ ফ্লোর, খাদ্য এবং পানির পাত্রের পরিমাপ**

| বয়স (সপ্তাহ) | ফ্লোর বা মেঝে (বর্গ.ফুট) | খাদ্যের পাত্র (সে.মি) | পানির পাত্র (সে.মি) |
|---|---|---|---|
| ০-০৪ | ১.২৫-১.৫ | ২.৫-৩.০ | ১.৫-২.০ |
| ০৫-১৬ | ২.৫-৩.০ | ৫.০-৬.০ | ২.৫-৩.০ |
| ১৬-২৯ | ৪.৫-৫.০ | ৬.৫-৭.০ | ২.৫-৩.০ |
| প্রজননকালে | ৫.২৫-৫.৫ | ৭.৫-৮.০ | ২.৫-৩.০ |

*বেডিং ব্যবস্থাপনা*

টার্কি খামারে লিটার মেটেরিয়ালের অন্যতম ভূমিকা রয়েছে। লিটার মেটেরিয়ালস ভাল না হলে যে কোন সময় টার্কি রোগ বালাই দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। টার্কি খামারে সাধারণত কাঠের গুড়া, ধানের তুষ, কাটের গুড়া ইত্যাদি লিটার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। শুরুর দিকে লিটারের উচ্চতা ২ ইঞ্চি হতে হবে তারপর ক্রমান্নয়ে ৩-৪ ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়াতে হবে। এই লিটার গুলো নিদিষ্ট সময় পরপর উল্টাপাল্টা করতে হবে যাতে এর মধ্যে কোন ধরনের পিঠা বা কেক আকৃতি গঠন না করে। উৎকৃষ্ঠ মানের বেডিং পদার্থ সাধারনত শুষ্ক, অধিক শোষন ক্ষমতা এবং যেকোন ধরনের দোষনমুক্ত হয়, তা না হলে ফুটপেড ডার্মাটইটিস, শ্বাসনালীর প্রদাহ এবং নিম্নমানের কারকাস উৎপন্ন হবে।

*বাচ্চা এবং বাড়ন্ত সময়ে তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা*

ব্রুডিং তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনার ত্রুটি টার্কি বাচ্চার মৃত্যুহারের অন্যতম কারন। এই সময় বাচ্চা উঠানোর আগে কমপক্ষে ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টা ঘরে তাপমাত্রার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাপমাত্রার পর্যাপ্ততা ঘরের লিটারের তাপমাত্রা দেখে বুঝে নিতে হবে। তারপর বাচ্চা ছেড়ে দিলে যদি একসাথে জমাট বা জটলা বেŧ ধে থাকে তাহলে ঘরে প্রি-হিটিং ভাল ভাবে হয়নি বুঝতে হবে।

**টেবিল-৩ ঃ বাচ্চা এবং বাড়ন্ত অবস্থায় টার্কির আর্দশ তাপমাত্রা**

| বয়স | ব্রুডারের তাপমাত্রা (ডিগ্রি.সে) | পারিপার্শিক তাপমাত্রা (ডিগ্রি.সে) | সমস্তঘর ব্রুডিং এর ক্ষেত্রে (ডিগ্রি.সে) |
|---|---|---|---|
| ১ম দিন | ৩৬-৪০ | | ৩৬-৩৭ |
| ২য় দিন | ৩৬-৪০ | | ৩৫-৩৬ |
| ৩য় দিন | ৩৫-৩৬ | | ৩৪-৩৫ |
| ৪র্থ- ৭ম দিন | ৩৪-৩৫ | | ১ ডিগ্রি.সে/দিন করে কমাতে হবে |
| ২য় সপ্তাহ | | ২৭-২৮ | ২৭-২৮ |
| ৩য় সপ্তাহ | | ২৫-২৬ | ২৫-২৬ |
| ৪র্থ সপ্তাহ | | ২৩-২৪ | ২৩-২৪ |
| ৫ম সপ্তাহ - ১০ম থেকে | | ২১-১৬ | ১ ডিগ্রি.সে/দিন করে কমাতে হবে |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ছাটাই পর্যন্ত | | | |

*আলোক ব্যবস্থাপনা*

| বয়স(দিন) | লাইটিং প্রোগ্রাম |
|---|---|
| **১ম দিন** | **২৩ ঘন্টা (৮০-১০০ লাক্স)** |
| **৫ম -১০ম দিন** | ক্রমানুসারে অন্ধকারের পরিমান বৃদ্ধি করাতে হবে |
| **১১তম দিন থেকে ছাটাই পর্যন্ত** | কমপক্ষে ৮ ঘন্টা (৪০-৪৫ লাক্স) অন্ধকার অথবা দিনের দৈঘের সমান আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। |

টার্কির সমস্ত ঘরের আলোর পরিমান একই হতে হবে। প্রথম কয়েক সপ্তাহ আলো বাচ্চার আচরণ এবং কার্যাবলীর সাথে খাপ খাওয়াতে হবে।এজন্য বাচ্চার মাথার উচ্চতায় আলোর তীব্রতা পরিমাপ করতে হবে এবং প্রয়োজনে ডিম লাইট ব্যবহার করে আলোক ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। কারণ আলোর তীব্রতা এবং দিনের দৈর্ঘ্য টার্কির সাধারণ ব্যবহার, খাদ্য গ্রহণ এবং ঠোকরাঠুকরিকে প্রভাবিত করে। সূতরাং হাড়গঠন এবং সর্বোচ্চ উৎপাদনের জন্য কমপক্ষে ৮ ঘন্টা অন্ধকারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। দিনের তীব্র তাপমাত্রার পর টার্কির ঘরে আলো দেয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন উচ্চ তাপমাত্রার ফলে হিট স্ট্রোক না করে এবং নিজেকে ফিট রাখার পর্যাপ্ত সময় পায়। আবার খুব ঠান্ডার সময় ঘরের আলোক ব্যবস্থায় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাচ্চার চতুরদিকের তাপমাত্রা খুব কমে না যায়। এটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অন্ধকারের সময় ঘরে কোন আলো প্রবেশ না করে।

## টার্কিতে সাধারণ রোগসমূহ এবং প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

| রোগ বালাই | লক্ষণ | প্রতিকার |
|---|---|---|
| এ্যারিজোনোসিস | চোখ ঘোলা এবং অন্ধত্ব লক্ষণ দেখা যায়। ৩-৪ সপ্তাহ বয়সে বেশি হয়। | ফ্লক থেকে অসুস্থ টার্কিকে ছাটাই করে দিতে হবে। হ্যাচারী ফিউমিগেশন এবং সেনিটেশন করাতে হবে। |
| ক্রনিক রেসপিরেটরী ডিজিস | গরগর করে কাশে এবং নাকের ছিদ্র দিয়ে পানি পরে। | মাইকোপ্লাজমা মুক্ত ফ্লক/হ্যাচারী থেকে বাচ্চা ক্রয় করতে হবে। |
| ফাউল পক্স | জুটি,চোখ এবং লতিতে ছোট ছোট হলুদ ফোসকা এবং স্ক্রেব উঠে। | ভেক্সিনেশন |
| ফাউল কলেরা | মাথা গোলাপী রং ধারন করে। হলুদ-সবুজাভাব পায়খানা করে হঠাৎ করে মরে যায়। | জীবানুমুক্তকরণ জোরদার এবং মৃত টার্কিকে দ্রত সরাতে হবে |
| মাইকোটক্সিকোসিস | অন্ত্রে রক্ত দেখা যায় ফ্যাকাসে এবং লিভার ও কিডনী বড় হয়ে যায়। | শুষ্ক জায়গায় সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষন করতে হবে। |
| রাণীক্ষেত | নরম খোসার ডিম পাড়ার পরিমান বেড়ে যায় এবং টার্কি ক্ষুরিয়ে ক্ষুরিয়ে চলে। | ভেক্সিনেশন |
| প্যারা-টাইফোইড | বাচ্চা অবস্থায় ডাইরিয়া দেখা দেয়। | জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ |
| টার্কি -করাইজা | নাকের ছিদ্র দিয়ে বেশি পরিমানে তরল বা | ভেক্সিনেশন |

| | | |
|---|---|---|
| | শ্লেশা নির্গত হয়। | |
| কক্সিডিওসিস | ওজন কমে যায় এবং রক্তসহ পাতলা পায়খানা করে। | চিকিৎসা এবং জীবানুমুক্তকরণ |

## উপসংহার

টার্কি পালন করলে পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রোটিনের নতুন আরেকটি উৎস হিসেবে টার্কি হতে পারে বাণিজ্যের নতুন দিগন্ত। বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার খাদ্য, দারিদ্র বিমোচন এবং কর্মসংস্থানে বিশেষ করে বেকার যুবক ও মহিলাদের কর্মসংস্থানে তাৎক্ষণিক অবদান রাখার জন্য দ্রুতবর্ধনশীল টার্কি পালন এখন সময়ের দাবী। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষনা ইনস্টিটিউট উন্নয়নের অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সময়পযোগি এরূপ গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে দৃঢ় পরিকর।